অন্য শ্রমণা

নব বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ রাতে বিশেষ কয়েকজন অতিথি আসার কথা বাড়িতে। শ্রমণাকে সেজন্য আগে থেকে বলে রেখেছিল হৃষীকেশ। সেই মতো ওদের দুকামরা ঘর ফালি বারান্দা আর কিচেন স্পেসটুকু ভদ্রস্থ করার কাজে লেগেছে শ্রমণা। কোমরে জড়ানো সাড়ি, ধুলোর হাতএড়াতে নাকের উপর টেনে বাঁধা কাপড় একফালি -- সব মিলিয়ে ওকে এখন হাইজ্যাকারদের মতো লাগে। তফাৎ শুধু, এই হাইজ্যাকারকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

রবিবার বলে কথা। সকাল থেকে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বসে থাকলে খুবই খারাপ দেখায়। হৃষীকেশ অভ্যাসমতো কোমর থেকে নিচে এদিক এদিক ঘুরিয়ে জং কাটানোর চেষ্টা করল। আসলে, এ বাড়িঘর শুধুতো শ্রমণার একার নয়। সুতরাং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার একটা মরাল ডিউটি ওরও আছে। মনে মনে এইসব আউড়ে তাড়াতাড়ি ঝুল-ঝাড়ু হাতে করতে যেতেই শ্রমণা তাকাল, "বেশ তো বসেছিলে, ইন্‌সপেকশানটা ভালই পার। সেটা-ই কর। আমার আর কাজ বাড়িয়ো না।"

হৃষীকেশ কথা বাড়াল না। ঝুল ঝাড়ু আবার যথাস্থানে। এরপর কাজ দেখাতে গেলে সীমান্ত পার হয়ে অন্যদেশে বেমক্কা ঢুকতে হয়। ফলে, হয়তো গুলি অথবা যাবজ্জীবন। তার থেকে পাশ দিয়ে খবরের কাগজের আড়াল নেওয়া আর মাঝে মাঝে শ্রমণা নামের এই কর্মরতার দিকে আড়চোখে দেখতে থাকা। যেন এই শ্রমণা ওর অচেনা।

খট্ করে বাবুনের উইকেট পড়ার শব্দ হতে তাকাল হৃষীকেশ। ছেলেটা মামার বাড়ি গেছে দিন দুই হল। ব্যাট আর উইকেটগুলো বিশ্রাম পাচ্ছে তবু। তারমধ্যে শ্রমণার এই হামলা। বাধা দিতে চেয়েও চুপ করে রইল হৃষীকেশ। অনর্থক ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ কী! তাছাড়া সত্যি সত্যিই এই সুযোগে ঘরটরগুলো একটা পরিষ্কার না করে রাখলে যারা আসছে তারা-ই বা ভাববে কী।

অ্যাকউন্টস্ - ইন্‌চার্জ ভট্‌চার্য । সঞ্জয় ভট্টাচার্য আর ওর স্ত্রী রমলা। কোল হ্যাণ্ডলিং প্ল্যান্টের তাপুরিয়া আর ওর মিসেস লোলিতা। বিজ্‌নেস এক্সপানসন ম্যানেজার বেঁটে তারক সিন্‌হা আর ওর স্ত্রী কেয়া।

শ্রমণাকে নিয়ে হৃষীকেশ এদের সকলেরই বাড়িতে ঘুরে এসেছে আগে কোন না কোন সময়ে। হয় ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি কি ছেলে মেয়ের জন্মদিন অথবা স্রেফ দহি - বড়া খাবার লোভে। তাই সঞ্জয় একবার কথাটা তুলতেই ওদের আড্ডার তিন পাণ্ডাকে নিমন্ত্রণ করতে একটুও দেরি করেনি হৃষিকেশ।

শ্রমণাকে বোঝাতেই একটু বেশি দেরি হল এই যা। হুট্ করে বলা নেই, কওয়া নেই -- কোনও অনুষ্ঠানবিহীন এভাবে, কেমন মানে হয় না। মাসের মাঝখানে বেমক্কা কিছু টাকাপয়সা গচ্চা।

সেসব ভাবনা ওর জন্য তুলে রাখতে বলে হৃষীকেশ শ্রমণাকে বাড়িঘর সুন্দর করে ফুলটুল দিয়ে সাজাতে আর মেনু বানাতেবলেছিল। নিজের পছন্দের মধ্যে ভেটকি মাছের ফ্রাই'এর কথাটা শোনাতেও ভোলেনি।

প্রথমে একটু রাগ রাগ করলেও রবিবার এগিয়ে আসতে আরম্ভ করলে শ্রমণা আবার বিয়ের আগে ওদের লুকিয়ে চুরিয়ে গঙ্গার ধার কি হংস্কেরী মন্দিরের শীতলতার মুডে।

নিজেই লক্ষ্মীর মাকে ধরে বাজার থেকে জিনিসপত্র আনিয়েছে। গত ক'দিন ধরে কী কী রান্না হবে না হবে একটি একটি

করে বুঝিয়ে দিয়েছে। বিকেল চারটের মধ্যে শু না করলে রাত আটটার মধ্যে গরম গরম খাবার যে অতিথিদের পাতে দেওয়া যাবেনা তাও। হাজার হোক শীত পড়তে শু করেছে। খেয়ে দেয়ে আবার যেতে হবে সকলকে।

ভাল লাগে। এজন্যই শ্রমণা। চৈতালী রাতের স্বপ্নের মতো। নরম এবং মায়াময়ী। ওর দৌলতে আজকের এই ছোট্ট গেট-টুগেদার ঠিকই উতরে যাবে জানে হৃষীকেশ। এর আগে অন্যান্য অনেক কাজ যেমন উতরেছে আর কি!

"---আচ্ছা মিসেস তাপুরিয়া এখনও সেই রকম -ই?" শ্রমণার প্রশ্ন শুনে তাকাল হৃষীকেশ, "কী রকম?"

"---সেইরকম গল্প করেন! ওঁর বাড়ির, ভারী ভারী গয়নার আর চাঁদির টাকার। ঘি না কীসের ব্যসা বলেছিলেন ভাইয়েদের সেই সুরাটে---।"

"ধুস্ -- তুমিও যেমন। আমাকে জিগ্যেস করছ এইসব" হতাশ গলায় হাত নানল হৃষীকেশ। "অফিসে মরবার সময় আছে আমাদের - তাও আবার এইসব মেয়েলি গল্প!"

দেওয়ালের শরীর থেকে উপরে তোলা হাত এবার নিচে নেমে এল শ্রমণার। চোখে প্রশ্নের তীর। হাত গেল কোমরে। সামনাসামনি এসে দাঁড়াল হৃষীকেশের "মেয়েলি গল্প আবার কী?"

বিপদ ঘোরতর বিপদ এখন। খবরের কাগজ এই বিপদের সামনে কোন আড়াল -ই নয়। একটু ইতস্তত করে জুতসই জবাব খুঁজতে লাগল হৃষীকেশ "না -- মানে, সংসারের কথাবার্তা বোঝাতে চেয়েছি আর কি!"

"তুমি এবার বল -- আমি যদি তোমার ঐ মিষ্টার ভট্চাজ আর চক্রবর্তীর য়ুরোপ ট্যুরের গল্প না শুনতে চাই -- তোমার কেমন মনে হবে!" আপাত সরল অথচ তীব্র প্রদাহী শব্দগুলো একটি একটি করে ছোঁড়া তীরের মতো বিঁধতে লাগল গায়ে। অথচ করবার কিছু নেই। অজান্তেই যুদ্ধ শু করে ফেলেছে হৃষীকেশ।

"---তোমার ঐ সব বন্ধুর বেহেড মাতলামো কি হামবুর্গে রাত কাটানোর গল্প একঘেয়ে আমার কাছে। অফ্ নো ভ্যালু!"

কথাগুলো বলতে বলতে অদ্ভুতভাবে ঠোঁট বেঁকে গেল শ্রমণার, "তার থেকে আমার লোলিতা তাপুরিযার শাড়ি - জামার গল্প কি মিসেস অশোকা চক্রবর্ত্তীর বিছানা ভেজানোর গল্প শুনতে ঢের ভাল লাগে। আই পে দেম মাচ্ ইম্পট্যান্স।"

নিথর হয়ে বসে থাকল হৃষীকেশ। এই শ্রমণা কি ওর -ই কেউ? দাঁত - নখ বের করা এই মহিলাকে তো ও সত্যিসত্যিই চেনে না।

বিয়ের এতগুলো বছর পরে নিজের বউকে এভাবে পর্দার আড়াল ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে দেখবে ভাবেনি হৃষীকেশ। এই প্রথম ওর মনে হল আজকের গেট - টুগেদার ওর বাড়িতে না হয়ে অন্য কোথাও হলেই ভাল হত। এই ভাঙাচোরা মন নিয়ে অন্তত বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্প - গুজব করা যায় না।

অথচ আশ্চর্য! বিকেলের পর থেকে গোটা বাড়ি আর শ্রমণা দুজনেই অদ্ভুত সেজে উঠতে লাগল একটু একটু করে। দেখব না দেখব না করেও হতবুদ্ধির মতো বসে কিংবা নানা কাজের অছিলায় দুটি ফুলেরই পাপড়ি মেলা দেখতে লাগল হৃষীকেশ।

ঠিক সাড়ে চারটের সময় সিগারেট আনতে রাস্তায় বেরিয়েছিল হৃষীকেশ। তাপুরিয়া তার চক্রবর্তী 'ক্লাসিক' ছাড়া ছোঁয় না। তাই দুটো প্যাকেট।

মুখে একটা হজমোল ফেলে দূর থেকে নিজেরই পরিচিত বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থ' একেবারে। সব ক'টা জানালায় অদ্ভুত রঙ-মেলানো পর্দা। অল্প অল্প নড়ছে উত্তরের হাওয়ায়। গোটা ব্যালকনি জুড়ে ফুল আর রঙিন কাগজ এমন সুন্দরভাবে ঝোলানো যে স্বপ্নপুরী মনে হয়। এতসব কখন করল শ্রমণা! সত্যিই তখন কথাটা ওভাবে না বললেও হত।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে আসতে ঘোর লাগে হৃষীকেশের। ব্যালকনিতে একবার বেরিয়ে এল শ্রমণা। শুকিয়ে যাওয়া শাড়ি তুলে নিতে যেটুকু সময়। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় কমলা - কোয়া বাঙ্গালোর সিল্ক রামধনু এঁকে গেল যেন। দূরে হৃষিকেশকে দেখে একবার ঘাড় ফিরিয়ে হাসল শ্রমণা। সকালে যন্ত্রণার স্মৃতি এখন ফ্যাকাশে থেকে ফ্যাকাশেতর। সত্য শুধু ব্যালকনির ঝুলন্ত ফুলের দল।

সন্ধের ঠিক মুখে মুখে চক্রবর্তী সস্ত্রীক এসে নামল ওদের গেটে। তার একটু পরেই তাপুরিযার আফ্ - হোয়াইট প্রিমিয়ার পদ্দিনী থেকে মিসেস তাপুরিয়া আর সঞ্জয়রা দু'জন।

হৃষীকেশ ছোটাছুটি করে সকলকে এদের সাজানো ড্রইংমে বসাল। কিন্তু শ্রমণা কোথায় গেল? হাজার হোক হোষ্টেস

বসে কথা। অনেক কিছুই করতে পারে অতিথিরা।
এই এক দোষ শ্রমণার। থেকে থেকে কী যে হয়! সকলের কাছ থেকে একটু সময় চেয়ে নিয়ে বিরক্ত হৃষীকেশ ভিতরে এল। অতিথি আপ্যায়ণের প্রথম পাঠটাই বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছে শ্রিমণা।
বাইরের ঘরে ওদের কান বাঁচিয়ে যতটা সম্ভব চাপা অথচ গম্ভীর গলায় ডাকল হৃষীকেশ, "শ্রমণা! এ্যাই শ্রমণা!"
ব্যালকনি ফাঁকা। ফুলগুলো দুলছে ফুলের মতোই। নীলাভ আলোয় অপার্থিব।
তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে এসে ঢোকে হৃষীকেশ। সকালের ঘটনা নিয়ে যদি এখনও কোন ছেলেমানুষি করার ইচ্ছা থেকে থাকে শ্রমণার।
কিন্তু কোথায় কে! বেডম - ও ফাঁকা। পরিপাটি করে সাজানো বিছানা। সুন্দর করে পাতা বেডকভারে ফুল আর লতাপাতা তার উপস্থিতির সাক্ষী। কিন্তু শ্রমণা নেই।
মাথার মধ্যে কেমন গরম হয়ে উঠছে টের পেল হৃষীকেশ। এভাবে বাইরের লোকদের কাছে ওকে অপদস্থ করবার অধিকার কে দিল শ্রমণাকে তা আজ জানতেই হবে। এই গেট - টুগেদার যদি অপছন্দই ছিল ওর, পরিষ্কার বলতে কী বাধা ছিল তা-ও জানা খুবই দরকার।
একরাশ রাগ নিয়ে কিচেনের খোলা দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হৃষীকেশ "শ্রমণা!"
নিজের গলার আওয়াজে নিজেরই আশর্চ্য হবার পালা এখন। ভিতরে ভিতরে এত রাগ জমা ছিল ও নিজেও জানত না।
কফির কাপগুলো সাজাতে সাজাতে ঠিক শ্রমণারই মতো এক রোবট ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। হৃষীকেশের চোখে চোখে। সেই টানা টানা ভু, একই আলস্য জড়ানো দৃষ্টিপাত। অথচ কত আলাদা।
হালকা গলায় কথা বলল সেই রোবট, "অবাক হয়ে গেছ না! অবাক হয়ো না। আমার কপালের বাঁ পাশে যে নীল সুইচ্টা দেখছ সেটায় চাপ দাও একবার তাহলেই দেখবে আমি তোমার কথামতো চলব। বাইরের ঘরে যাব। ওদের সক্কলের সঙ্গে তোমার মতো করে কথা বলব।" হাসল এবার শ্রমণার-ই মতো অবিকল সেই আশর্চ্য রোবট। কপালের দুপাশে দুটো সুইচ্ জ্বলছে আর নিভছে অবিরাম।
মাথার মধ্যে আঁধার ঘনিয়ে আসছে টের পেল হৃষীকেশ, কখন এই রোবটটা ওর একান্ত নিজস্ব শ্রমণাকে সরিয়ে অন্দরমহলের দখল নিয়েছে একবারও বুঝতে পারেনি তো। এক প্রবল শীতবোধ হৃষীকেশকে কিচেন থেকে পায়ে পায়ে পিছিয়ে নিয়ে চলল আস্তে আস্তে।
এবার হাসল শ্রমণারই দোসর রোবট, "উঁহু পালাবার পথ নেই আর। সারাজীবনের মতো আটকে গেছে যে! নীল সুইচ' এ না চাপ পড়লে বুঝব আমি যা খুশি করতে পারি। যেমন খুশি চলতে পারি। তখন কিন্তু কিচ্ছুটি বলতে পারবে না আমায়।"
কোনও রোবটকে এর আগে ছবিতেও এমন হাসতে দেখেনি হৃষীকেশ। যন্ত্রের মতো দু'পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল রোবটেরই দেখানো নীল সুইচ্টার দিকে।
একটু পরেই কাপ - ডিশ নিয়ে আরও সব কি নিয়ে রোবট হাঁটা দিল ড্রইংমের দিকে।
আসলে শ্রমণা পড়ে রইল দূরে, বাড়ির কোন অন্ধকার কোনে কে জানে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com